দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

-ইত্তেফাক

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) : সাধু আন্দ্রে ধর্মপল্লীতে পড়াশুনা করছে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা

গারো পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে সাধু আন্দ্রে ধর্মপল্লী

■ বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা

বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের গারো পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গরিব, অনাথ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সাধু আন্দ্রে ধর্মপল্লী। সরকারি কারিকুলাম অনুযায়ী পড়ালেখা করলেও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে জোটেনি সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা। ফলে অতি কষ্টে পড়া লেখা করছে এই জনগোষ্ঠীর দরিদ্র শিশুরা।

উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের গারো পাহাড়ের পাদদেশে দিঘলা কোনা, হাড়িয়াকোনা, বাবলাকোনা, গারোপাহাড়, লাউচাপাড়াসহ ৮/১০টি গ্রাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদিবাসী অঞ্চল। এ অঞ্চলে গারো, হাজং, কোচসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৬/৭হাজার লোক বসবাস করে। বংশানুক্রমে তারা এক থেকে দেড়শ' বছর যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। স্বাধীনতার পর তাদের জনসংখ্যা আরও বাড়ে। বর্তমানে এ এলাকায় স্কুল গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৫শ' জন। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও গারো পাহাড়ের আদিবাসী অঞ্চলের ৩/৪ কি.মিটারের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে এ অঞ্চলের আদিবাসী নাগরিকদের মাঝে বংশানুক্রমিকভাবেই শিক্ষার আলো পৌছেনি। তাই পাল্টায়নি জীবন-যাত্রার মান।

এ অবস্থায় গারো পাহাড়ের গহীনে দিঘলাকোনা গ্রামে ২০০১ সালে ৫০ শতক জমির উপর ফিলিপাইনের নাগরিক রাবানল আলেক্স ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মানসম্মত পড়াশুনার কারণে জামালপুর-শেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলের অবহেলিত দরিদ্র আদিবাসী শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পড়াশুনা হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার্থীরা চলে যায় অন্যস্কুলে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৫ জন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক যুগ পর ২০১৩ সালে সাধু আন্দ্রে ধর্মপল্লী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এরপর থেকেই ময়মনসিংহ ডাইসোসিস(ধর্ম প্রদেশ) এর অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। তবে সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না আদিবাসী শিশুরা। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য রয়েছে মাটির দুটি ঘর। বৃষ্টি এলে ঘরের ভেতরে পানি পড়ে। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য যে টিনের ঘরটি রয়েছে তার অবস্থাও নাজুক। রাতে ঘুমানোর সিটগুলো খুবই নিম্নমানের। জায়গা না থাকায় রাতে ঘুমানোর সিটগুলো দ্বিতল করা হয়েছে। সেই ঘরেই অতি নিম্নমানের দ্বিতল সিটে গাদাগাদি করে ঘুমায় ৮৫ জন শিশু শিক্ষার্থী। সিটের অভাবে অনেক সময় তারা রাতে পালাক্রমে ঘুমায়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আফতাব উদ্দিন জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।